১/ শুক-সারণ দ্বারা রামের ‘কটক দর্শন’ পালাটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৫)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাতেই রয়েছে শুক-সারণ পালাটি। এই পালায় আমরা দেখি, রাম তাঁর বানর সৈন্যদের নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলে রাবণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন, তিনি তখন তাঁর দুই বিশ্বস্ত চর শুক ও সারণকে রামের সৈন্য-সামন্ত, বল-বুদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে খবর নেবার জন্য আদেশ দিলেন। রাবণের আদেশ পেয়ে শুক ও সারণ ছদ্মবেশে রামের সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বিভীষণ তাদের চিনতে পেরে ধরার আদেশ দিলেন, তাঁরা পালানোর চেষ্টা করেও পালাতে পারল না। তখন রামের সম্মুখে তাদের উপস্থিত করা হলে তাঁরা রামের কাছে কোন কথা গোপন না করে সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করল, রাম তাদের কোনরকম দণ্ড দিলেন না, তাদের তিনি ক্ষমা করলেন। তবে রাম চর দু’জনকে বললেন তাঁরা গিয়ে যেন রাবণকে বলে, আর মাত্র কয়েকটি দিন তারপর তিনি রাবণকে হত্যা করে বিভীষণকে রাজা করবেন। এরপর শুক ও সারণ রাবণের কাছে ফিরে এসে রামের উদারতা ও মহানুভবতার কথা বললে রাবণ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, রামের গুণকীর্তন শোনার জন্য তিনি তাদের ওখানে পাঠান নি, রামের সৈন্যসজ্জা সম্পর্কে তাদের কিছু বলার থাকলে তাঁরা সেটাই বলুক, তখন রামের সৈন্যদলের সংখ্যা, শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বলতে গিয়ে শুক সারণ জানাল–শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি,যম ও নৈর্ঋত প্রমুখ অষ্টলোকপালও রামচন্দ্রের বীরত্বের কাছে পরাজিত হন। আর রামের সৈন্যদলের মধ্যে বানরসংখ্যা এতই যে তার কুলকিনারা পাওয়া যায় না। “গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা ।/দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা।। / নির্ণয় করিতে পারি আকাশের পানি।/ তথাপি বানর সৈন্য নিশ্চয় না জানি।।” এরপর সারণ রাবণকে বলল, তাদের কথায় যদি রাবণের বিশ্বাস না হয় তবে রাবণ নিজে তার প্রাসাদের পাচীরে উঠে প্রকৃত অবস্থা দেখুক। রাবণ তখন প্রাসাদের প্রাচীরে উঠে রামের সৈন্যদলের সংখ্যা দেখে বিস্মিত ও হতচকিত হলেন তাঁর মনে হল সহস্র বৎসর ধরে যুদ্ধ করলেও তিনি এই বানর সৈন্যদের শেষ করতে পারবেন না। তখন সারণের কাছে তিনি বড় বড় বানরদের চিনতে চাইলেন। সারণ নীল,সুগ্রীর, হনুমান, সম্পতি, জাম্ববান, অঙ্গদ প্রমুখ বীরদের রাবণকে চেনাল ও তাদের শক্তির কথা জানাল। এরপর শুক-সারণ রাবণকে বারবার অনুরোধ করলেন সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে মিত্রতা করে এবার জন্য। এইভাবেই শুক সারণ পালাটি লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাতেই সংযুক্ত করে কবি কৃত্তিবাস রামের সৈন্যদের বল ও বীর্যের একটা স্বরূপ আঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন।

২ / রামের ধনুকমুণ্ড কে তৈরি করেছিল ? রামের ধনুকমুণ্ড দর্শনের পর সীতার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল (৫)

বিদ্যুৎজিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষস রামের ধনুকমুণ্ড নির্মাণ করেছিল।

রামের ধনুকমুণ্ড দর্শনের পর সীতা উদভ্রান্তের মতো আচরণ করতে লাগলেন। রামকে মৃত মনে করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তিনি রামের জন্য বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন - তাঁর (সীতার) জন্যই রামকে আজ আত্মীয়-বান্ধবহীন বিদেশে প্রাণ ত্যাগ করতে হল, আর এই দুর্দিনে লক্ষ্মণও রামকে ছেড়ে সমস্ত সৈন্যদের নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করেছে। সীতা আরো বলেছেন, রামের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করার সঙ্গে

সঙ্গেই রামের বৃদ্ধ মা প্রাণ ত্যাগ করবেন, রাজ্যের প্রজারাও রামের বিরহে সন্তাপ করবেন। এরপর নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে সীতা বলেছেন, তাঁর মতো সামান্য একজন স্ত্রীলোককে কেন রাম উদ্ধার করতে এলেন, তাঁকে উদ্ধার করতে না এলে তো রামকে এমন অকালে প্রাণ দিতে হত না। এরপর সীতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর জন্যই তাদের বনবাসে আসতে হয়েছে আর সেখানে এসে রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে এসেছে আর তাঁকে উদ্ধার করতে এসেই রামকে মৃত্যুবরণ করতে হল। সীতার মনে হল, যে নারী স্বামীর পূর্বে মারা যায় সে প্রকৃতই পুণ্যবান, আর সে চরম পাপী বলেই স্বামীর মৃত্যু তাঁকে দেখতে হল। এরপর সীতা ভারাক্রান্ত মনে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় রাম তাঁকে ছেড়ে কোন্ নিরুদ্দেশ লোকে যাত্রা করলেন, তাঁর বিরহে সীতার শরীর-মন আকুল ও বেদবাবিহ্বল হয়ে উঠেছে। নিজ নয়নের জলে তিনি যেন ভেসে যাচ্ছেন । এরপর রাবণকে উদ্দেশ্য করে সীতা বললেন, যে খড়্গ দিয়ে রাবণ তাঁর রামকে দু'টুকরো করেছ সেই খড়্গ দিয়ে তাঁকেও সে হত্যা করুক। দুঃখিনি সীতা রাবণকে আরও বললেন, রামের মৃত্যু হয়েছে বলে রাবণ যদি তাঁকে পাওয়ার বাসনা করে তবে সেটা রাবণের মহাভুল, কারণ সীতার স্বপ্নেও কখনো কোন পরপুরুষ আসে না আর বাস্তবে কোনো পরপুরুষকে বরণ করা তাঁর পক্ষে মৃত্যুর সমতুল্য। তাই সে এখনই প্রাণ ত্যাগ করে তাঁর প্রভু রাম যেখানে আছেন সেই লোকে যাত্রা করবেন। এইভাবে প্রভু রামের জন্য সীতার অকৃত্রিম ও চিরন্তন ভালোবাসার স্বরূপটিই এই পালায় প্রকাশিত হয়েছে।

৩ / ইন্দ্রজিৎ কে ? ইন্দ্রজিৎ কীভাবে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেছিলেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। (৫)

ইন্দ্রজিৎ হলেন রাবণ ও মন্দোদরীর পুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীর, তিনি একাধিকবার যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন তাই তাঁর নাম ইন্দ্রজিৎ। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে পারতেন বলে তাঁকে মেঘনাদ নামেও ডাকা হত। রাবণ তাঁর এই পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ যখনই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন তখনই তিনি রাম-লক্ষ্মণ ও বানর সৈন্যদের নানা ধরনের বিপদে ফেলেছিলেন। প্রথমবার যুদ্ধে এসে ইন্দ্রজিৎ আসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মেঘনাদ যুদ্ধ করতে এসে অসংখ্য বানর সৈন্য হত্যা করতে লাগলেন, বানর সৈন্যরা তাঁর বীরত্বে হতচকিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ণ করতে লাগল।

প্রথমে ইন্দ্রজিত পূর্ব অঙ্গনে যুদ্ধ করছিলেন, সেখানে তিনি বানর সৈন্যদের ধরাশায়ী করে দিয়ে দক্ষিণ অঙ্গনে যুদ্ধ করতে গেলেন। এই দক্ষিণ অঙ্গনের দায়িত্বে তখন ছিলেন বীর অঙ্গদ, ইন্দ্রজিৎের ইচ্ছা ছিল অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করার। মেঘনাদ এই দক্ষিণ অঙ্গনে গিয়ে অঙ্গদকে দেখতে পেলেন। অঙ্গদকে দেখতে পেয়েই মেঘনাদ তাঁর উদ্দেশে নানারকমের কটূক্তি বর্ষণ করতে লাগলেন। অঙ্গদও মেঘনাদকে প্রচুর গালমন্দ করলেন। তখন মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করলেন, তাঁর বিক্রমে অসংখ্য বানর সৈন্য আহত ও নিহত হল, অনেক বানর সৈন্য ভয় পেয়ে পলায়নও করতে লাগল। অঙ্গদ তখন একা পড়ে গেলেন, কিন্তু তিনি এতটুকু ভীত না হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। অঙ্গদের বীরত্বে সন্ত্রস্ত হয়ে মেঘনাদের সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করলে মেঘনাদ ভীত হয়ে পড়লেন এবং তিনি তখন আকাশ পথে উড্ডীয়মান হলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য অংশে তখন লক্ষ্মণও মহাবিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। লক্ষ্মণের রনকুশলতার কাছে দাঁড়াতে না পেরে রাক্ষস সৈন্যরা দলে দলে পলায়ন করছিল ইন্দ্রজিৎের নজরে এ দৃশ্য এলে, অসংখ্য সৈন্যক্ষয় ও পরাজয়ের আশঙ্কায় মেঘনাদ অন্য উপায়ে যুদ্ধ করার কথা ভাবতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ তখন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ

করতে মনস্থির করলেন এবং মনে সাহস অবলম্বন করে তিনি রাম-লক্ষ্মণকে লক্ষ করে সম্বর-বাণ নিক্ষেপ করলেন। এই বাণে রাম-লক্ষ্মণ অহত ও রক্তাক্ত হলেন। সুগ্রীব তখন উত্তর রণাঙ্গণে অবস্থান করছিলেন, তিনিও রাম-লক্ষ্মণকে সাহায্য করার জন্য মেঘনাদকে আক্রমণের মনস্থির করলেন কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। মেঘনাদ রাম-লক্ষ্মণকে শরে জর্জরিত করে দিতে লাগলেন। মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখন রাম-লক্ষ্মণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন মেঘনাদ রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নাগপাশ বাণ নিক্ষেপ করলেন। ওই বাণ থেকে লক্ষ লক্ষ বিষধর স্বর্প নির্গত হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে বেঁধে ফেলল। ওই অজস্র স্বর্পের বিষে রাম-লক্ষ্মণের দেহাভ্যন্তরে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল এবং তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। মেঘনাদ যুদ্ধ জয়ের উল্লাসে হরষিত হলেন তাঁর জয়োল্লাসে আকাশ-বাতাস মুখরিত হল, অন্যদিকে বানর সৈন্যরা বিমর্ষ হল এবং তাদের বিলাপে চতুর্দিক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।